দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ১০ MAY 200 ...
পৃঃ ৮ কলাম ২

মধুপুরে নিম্নমানের পাঠ্যবই তালিকাভুক্তির বিষয়ে তদন্ত শুরু

॥ গোপালপুর (টাঙ্গাইল) সংবাদদাতা ॥

মধুপুর উপজেলার সকল মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বেসরকারী সংস্থা কর্তৃক প্রকাশিত নিম্নমানের পাঠ্যবই পাঠ্যতালিকাভুক্তির অভিযোগের বিষয়ে প্রশাসনিক তদন্ত শুরু হয়েছে। সম্প্রতি কয়েকটি জাতীয় দৈনিক এ দুর্নীতির খবর ছাপা হলে উপজেলা প্রশাসন তদন্তের উদ্যোগ গ্রহণ করে।

শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের অভিযোগ, মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতি বেসরকারী সংস্থা প্রকাশিত নিম্নমানের বই পাঠ্যতালিকাভুক্ত করেছে। ৬ষ্ঠ শ্রেণী থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত এ ধরনের ৪৮টি বই (বোর্ড বই বাদে) পাঠ্যতালিকাভুক্ত করা হয়েছে। শিক্ষাবর্ষের শুরুতেই প্রকাশনা সংস্থার প্রতিনিধিরা শিক্ষক সমিতির নেতৃবৃন্দের সাথে দরকষাকষি শুরু করে। যে সংস্থা ইনাম বেশি দেয় সমিতি তাদের বই স্কুলে পাঠ্যতালিকাভুক্ত করে। বিনিময়ে শিক্ষার্থীদের নিম্নমানের পাতলা নিউজ প্রিন্টের অথবা কুঁচকে যাওয়া বই ৩/৪ গুণ বেশি দামে কিনতে হয়। ৬ষ্ঠ শ্রেণীর ৫৮ পৃষ্ঠার একটি দ্রুত পঠন বইয়ের দাম ধরা হয়েছে ৪০ টাকা। বইয়ের মূল্য নির্ধারণে বোর্ডের একটি নীতিমালা থাকলেও বেসরকারী প্রকাশনা সংস্থাগুলো তা মানছে না। অসংখ্য ভুলে ভরা, বিভ্রান্তিকর তথ্যে পূর্ণ নিম্নমানের এসব বই পড়ে কোমলমতি শিক্ষার্থীরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বলে অভিভাবকদের অভিযোগ।

বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে এই খবর প্রকাশের পর শিক্ষা হিতৈষীদের পরামর্শে মধুপুর উপজেলা নির্বাহী অফিসার গত ২ মে উপজেলা পরিষদ সম্মেলন কক্ষে এক মত বিনিময় সভার আয়োজন করে। সকল শ্রেণী ও পেশার লোকজন এতে অংশগ্রহণ করেন। বক্তব্য রাখেন সাবেক সাংসদ খঃ আনোয়ারুল হক, মধুপুর কলেজের অধ্যক্ষ মোস্তাজ আলী, ধনবাড়ী আসিয়া হাসান মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ আজিজুর রহমান, মধুপুর পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির সভাপতি অধ্যাপক গোলাম সামদানী, উপজেলা আওয়ামী লীগের সম্পাদক সরোয়ার আলম খান, ট্রাক মালিক সমিতির সভাপতি গিয়াসউদ্দিন আহমদ, মুক্তিযোদ্ধা আব্দুর রাজ্জাক জেহাদী, জাকির হোসেন বাচ্চু এবং সাংবাদিক আব্দুর রউফ। বক্তারা শিক্ষা ক্ষেত্রে এই দুর্নীতি বন্ধ এবং তদন্তের দাবি জানান। পরে সহকারি কমিশনার (ভূমি) আনোয়ার হোসেনকে আহ্বায়ক করে ৭ সদস্যবিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠিত হয়। কমিটি ১০ দিনের মধ্যে একটি তদন্ত প্রতিবেদন স্থানীয় প্রশাসনের নিকট দাখিল করবে।